

DEC. 12 2000

তারিখ

পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ১

দৈনিক ইত্তেফাক



কবে দূর হইবে বোর্ডের বই প্রকাশে সংশয়-জটিলতা

রেজানুর রহমান ॥ নতুন বছর শুরু হইতে আর মাত্র ২০ দিন বাকী। অথচ অদ্যাবধি বোর্ডের বই প্রকাশের ক্ষেত্রে জটিলতা দূর হয় নাই। জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড সম্প্রতি এক বিবৃতিতে

পুস্তক প্রকাশের ক্ষেত্রে সৃষ্ট জটিলতার বিবরণ দিয়া নতুন বছরের শুরুতেই পুস্তক বাজারজাত করার আশাবাদ ব্যক্ত করিলেও এই ক্ষেত্রে সংশয়, সন্দেহ দূর হয় নাই। (১৫শ পৃষ্ঠায় ৫-এর কঃ দঃ)

কবে দূর হইবে

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একটি সূত্রের মতে, পুস্তক প্রকাশনা সংশ্লিষ্ট ৩টি সমিতি এবং জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের মধ্যে ঠান্ডা লড়াইয়ের কারণে এইবার সঠিক সময়ে স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে নতুন বই পৌছাইবে না। পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক সমিতিসমূহের প্রতি অভিযোগ বেশ গুরুতর। বোর্ডের মতে, সমিতিসমূহ পুস্তক প্রকাশের ক্ষেত্রে অস্বাভাবিক দরপত্র জমা দেওয়ায় জটিলতা শুরু হয়। নিম্ন মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ, বাঁধাই ও বাজারজাতকরণের লক্ষ্যে যথাসময়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হইলে পুস্তক নামে একটি প্রতিষ্ঠান সর্বনিম্ন দর প্রদান করে। পরবর্তীতে এই দরে কাজ করার সম্মতি চাহিয়া সকল যোগ্য দরদাতাকে পত্র দেওয়া হয়। কিন্তু মুদ্রণ শিল্প সমিতির সকল সদস্য একজোট হইয়া নির্ধারিত তারিখে সম্মতি প্রদানে বিরত থাকে। ইহার পরও বোর্ডের তরফ হইতে সমিতির নেতৃবৃন্দকে জাতীয় স্বার্থে প্রাপ্ত সর্বনিম্ন দরে কাজ সম্পাদনের জন্য একাধিকবার অনুরোধ করা হয়। কিন্তু তাহারা দর 'সন্তোষজনক' নয় বলিয়া কাজ করিতে অসম্মতি জ্ঞাপন করেন। পরবর্তীতে এক পর্যায়ে সমিতির পক্ষ হইতে সর্বনিম্ন দরে কাজ করার আগ্রহ প্রকাশ করা হইলেও কার্যাদেশ প্রদানের আইনগত সুযোগ না থাকায় কার্যাদেশ প্রদান করা যায় নাই। এদিকে বোর্ডের এই বক্তব্যের প্রেক্ষিতে পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতি, মুদ্রণ শিল্প সমিতি ও পাঠ্য পুস্তক মুদ্রক ও বিপণন সমিতি সমন্বয় কমিটির আহ্বায়ক আবু তাহের এক বিবৃতিতে বলিয়াছেন; বোর্ডের এই বক্তব্য অসত্য ও বিভ্রান্তিকর। বোর্ডের দুর্নীতিপরায়ণ কর্মকর্তাদের অবৈধ কর্ম ধামা-চাপা দেওয়ার জন্য আমাদের সমিতিসমূহের উপর একচেটিয়াভাবে জোটবদ্ধতা ও বেশী দরের অভিযোগ উত্থাপন করা হইয়াছে। পুস্তক প্রকাশক সমিতিসমূহের পক্ষ হইতে বলা হয়, রাজধানীসহ প্রায় ২০ হাজার প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান পাঠ্যপুস্তকসহ সকল বই ব্যবসার সহিত জড়িত। ১৯৮৫ সাল হইতে সমিতিসমূহ পাঠ্যপুস্তকসহ মুদ্রণ, বাজারজাতকরণের কাজ সরাসরি তত্ত্বাবধান করিয়া আসিতেছে। দীর্ঘ ১৫ বছর জোটবদ্ধতার কোন অভিযোগ উঠে নাই। হঠাৎ করিয়া চলতি বছর এনসিটিবি জোটবদ্ধ জিমি, বেশী দর এইসব বাক্য উচ্চারণ করিয়া নিজেদের অপরাধকে ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করিতেছে।

পাঠ্যপুস্তক বোর্ড যথাসময়ে ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে বই পৌছানোর অঙ্গীকার ঘোষণা করিলেও বোঁজ নিয়া দেখা গিয়াছে, মাধ্যমিক স্তরের পুস্তক প্রকাশের ক্ষেত্রে

১৯৮৫ সাল হইতে ১৯৮৬ সাল পর্যন্ত পাঠ্যপুস্তক প্রকাশের ক্ষেত্রে বোর্ডের কর্মকর্তাদের অবৈধ কর্ম ধামা-চাপা দেওয়ার চেষ্টা করিতেছে।

১৯৮৫ সাল হইতে ১৯৮৬ সাল পর্যন্ত পাঠ্যপুস্তক প্রকাশের ক্ষেত্রে বোর্ডের কর্মকর্তাদের অবৈধ কর্ম ধামা-চাপা দেওয়ার চেষ্টা করিতেছে।

১৯৮৫ সাল হইতে ১৯৮৬ সাল পর্যন্ত পাঠ্যপুস্তক প্রকাশের ক্ষেত্রে বোর্ডের কর্মকর্তাদের অবৈধ কর্ম ধামা-চাপা দেওয়ার চেষ্টা করিতেছে।